দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

উচ্চ শিক্ষার জন্য কুমারিত্ব বৃত্তি বেআইনি

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্বের একটি প্রদেশ কাওয়াজুলু নাটাল। এখানকার উথুকেলা নামক স্থানটিতে এইডস ও কিশোরী মাতৃত্বের হার সবচেয়ে বেশি। সেই মরণব্যাধি এইডস আর কিশোরী মাতৃত্বের হার কমাতে এবং মেয়েদেরকে পড়াশোনায় আগ্রহী করে তুলতে উথুকেলা পৌরসভা চালু করে কুমারি বৃত্তির।

এই বৃত্তি পেয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনামূল্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন ১৬ জন ছাত্রী। তাদের মধ্যে একজন বলছিলেন আমি নিজেকে রোগমুক্ত রাখতে চাই। তিনি বলছিলেন আমি নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে চাই এবং এইচআইভিতে আক্রান্ত হতে চাই না। তিনি আরো বলেন আমি মনে করি অন্যান্য মেয়েকে আমাদের অনুসরণ করা উচিত যাতে জীবনে আরো অনেক কিছু করার সুযোগ পেতে পারে। যখন এই প্রকল্প প্রথম চালু করা হয় তখন উথুকেলার মেয়র ডুডু মাজিবুকো বলেছেন, এই কুমারিত্বের পরীক্ষা পৌরসভা কর্তৃপক্ষ বা বিশ্ববিদ্যালয় করবে না। যেসব স্কুল ছাত্রী ইতোমধ্যে এই পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে তাদেরকে নতুন করে আর কোনো টেস্ট করা হবে না। মেয়র ডুডু মাজিবুকো বলেন, তারা শুধু মেয়েদেরকে উৎসাহিত করছেন সুস্থতা ও জীবন সম্পর্কে। তিনি জানান, আমরা শুধু বলছি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন কর। যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবে জগতের প্রতিকূলতা সম্পর্কে ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপদে থাকো। পরে নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারবে।

চলতি বছরের শুরুর দিকে কুমারি বৃত্তির প্রকল্প ঘোষণা করা হলে এটা নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়। বিতর্ক হয় কুমারিত্ব পরীক্ষার পদ্ধতি নিয়ে এবং কুমারিত্বই একজনের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে কিনা সেই বিষয় নিয়ে। এখন দেশটির লিঙ্গ সমতা বিষয়ক কমিশন ঘোষণা করেছে নারী শিক্ষার্থীদের কুমারিত্বের উপর দেয়া এই বৃত্তি মৌলিকভাবে বৈষম্যমূলক। -বিবিসি